বাণিজ্য অনুষদের দিকে শিক্ষার্থীরা ঝুঁকছে : উদ্দেশ্য নিশ্চিত চাকরি

○ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেকের বেশী শিক্ষার্থীই বাণিজ্য অনুষদের

○ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও বাণিজ্য অনুষদে প্রতিযোগিতা বাড়ছে

শাহজাহান শুভ ঃ দেশের শিক্ষার্থীরা দিন দিন বাণিজ্য অনুষদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে এ হার আরো বেশী। বর্তমানে শতকরা ৫০ ভাগের অধিক শিক্ষার্থীর প্রধান লক্ষ্যই থাকে বাণিজ্য অনুষদের দিকে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেকেরও বেশী শিক্ষার্থী বাণিজ্য অনুষদে পড়ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা হলেও বাণিজ্য অনুষদে প্রতিযোগী বাড়ছে। ফলে চাহিদার আলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বাণিজ্য অনুষদের আসন সংখ্যা বাড়ানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে একটি চাকরির নিশ্চয়তা পেতেই ছাত্র-ছাত্রীরা বাণিজ্য শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মাত্র এক বছরে ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে দেড়গুণ। অন্যদিকে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী সংখ্যা কমেছে ৫০ ভাগ। বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীও কমেছে প্রায় ৫ ভাগ। একইভাবে ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদে শতকরা ২৬ ভাগ শিক্ষার্থী বাড়লেও বাণিজ্য অনুষদে বেড়েছে ৩৫ ভাগ শিক্ষার্থী।

দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। সাম্প্রতিক সময়ে নবম শ্রেণীতে উঠতেই অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের বাণিজ্য অনুষদে ভর্তি করিয়ে দেন। টার্গেট লেখাপড়া শেষে একটি নিশ্চিত চাকরি। কেননা বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলো এখন আর পূর্বের মতো চাকরির নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। একইভাবে কলা অনুষদের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর শতভাগ আস্থা হারাতে বসেছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এখন বাণিজ্য, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাই কেবল কদর পাচ্ছে। এজন্য অনার্স ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাণিজ্য অনুষদে তুলনামূলকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে। যেমন চলতি বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদের একটি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ৩১ জন। যেখানে কলা অনুষদের একটি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে মাত্র ৯ জন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত বাণিজ্য অনুষদের বিষয় নিয়েই এখন পরিচালিত হচ্ছে। বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট, হোটেল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্যুরিজম, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে ভর্তি করান। বিবিএ শেষ করতেই শিক্ষার্থীরা চাকরির সন্ধান পেয়ে যান। অবশ্য এসব প্রতিষ্ঠানে মেধাবীদের খুব কমই পড়তে দেখা যায়। বেশী টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে কম মেধাবীরা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে চাকরির যোগ্য হয়ে ওঠেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রকাশিতব্য বার্ষিক রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। ৫৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪-০৫ সেশনে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ৮৫৬ জন। ২০০৫-০৬ সেশনে তা বেড়ে ৮৮ হাজার ৬৬৯ জনে দাঁড়িয়েছে।

মঞ্জুরী কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৫-০৬ সেশনে দেশের ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র সংখ্যা ২২ হাজার ২৮৩ জন। যা মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ২৫ ভাগ। কিন্তু এর আগের সেশনে এ সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৪৮৬ জন। যা মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৩০ ভাগ। এ হিসাবে মাত্র এক বছরে বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৫ ভাগ। এদিকে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ২০০৪-০৫ সেশনে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় ২৭ হাজার। ২০০৫-০৬ সেশনে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ৯৫৮ জনে। অন্যদিকে ২০০৪-০৫ সেশনে বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থী ছিল ২৯ হাজার ৮৭৮ জন। যা ২০০৫-০৬ সেশনে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪ হাজার ৮৮ জন। বাণিজ্য অনুষদে মাত্র এক বছরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দেড়গুণ।

এদিকে ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪-০৫ সেশনে মোট শিক্ষার্থ সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ৩২৭ জন। যা ২০০৫-০৬ সেশনে বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৩৯৭ জনে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৪-০৫ সেশনে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ৩ লাখ ৫১ হাজার ৭৫৬ জন, বিজ্ঞান অনুষদে ১ লাখ ৪৬ হাজার ২৪৭ জন এবং বাণিজ্য অনুষদে ১ লাখ ৩৩ হাজার ১৯৫ জন শিক্ষার্থী ছিল। যা ২০০৫-০৬ সেশনে বেড়ে দাঁড়ায় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ৪ লাখ ৯০ হাজার ৩৯০ জন, বিজ্ঞান অনুষদে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৭৫০ এবং বাণিজ্য অনুষদে ২ লাখ ৩ হাজার ৯০৮ জনে। এই হিসাবে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদে শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ শিক্ষার্থী বাড়লেও শুধু বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩৫ ভাগ।

দৈনিক যুগান্তর
তারিখ ... 24 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২